যায়যায়দিন

তারিখ 17 APR 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সরকারি স্কুলের সম্পত্তি বেহাত

এম মামুন হোসেন

দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে এসব জমি দখল করে নিচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কুলের মালিকানা সংক্রান্ত দলিল হারিয়ে যাওয়ায় মামলা করেও সরকার হেরে যাচ্ছে। আর বেহাত হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোটি টাকার সম্পত্তি। এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারি স্কুলের জমি রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশের ৬৪ জেলা প্রশাসককে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে জেলা প্রশাসকদের চিঠি

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সম্পত্তির হিসাব জানাতে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্ধারিত একাধিক ছকে তথ্য চাওয়া হয়। মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু সিন্ডিকেট চক্র নানা উপায়ে সরকারি স্কুলের জমি দখল করে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে নিজেদের নামে দলিল করে নিচ্ছে। এছাড়া স্কুলের জমিতে গাছ লাগিয়ে ওই চক্রটি একসময় এ জমি নিজেদের দাবি করে আদালতে মামলা করছে। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের মালিকানা সংক্রান্ত দলিল হারিয়ে যাওয়ায় মামলাতে গিয়েও সরকার হেরে যাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন সময় বদলি হওয়ার কারণে তারাও বিষয়টি খবরদারি করতে পারছেন না বা বিস্তারিত কিছু জানেন না। এ অবস্থায় দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কাছে জরুরি ভিত্তিতে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৬ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ চিঠি ইস্যু করা হয়। জেলা প্রশাসক ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদসহ আরো অনেককেই ওই চিঠি দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব

সম্পত্তি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সম্পত্তি : স্কুলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শামসুল আলম স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, লক্ষ্য করা গেছে যে, দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা/মাঠসহ মূল্যবান ভূ-সম্পত্তির যথাযথ রক্ষাবেক্ষণের স্বার্থে সীমানা নির্ধারণ করে দেয়াল নির্মাণ ও সীমানা পিলার স্থাপন নেই। এছাড়া হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ এবং দলিলপত্র, পর্চা ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ/দাখিলা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। সীমানা মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সৃষ্ট মামলা মোকদ্দমার সময়ে প্রয়োজনীয় দলিল/রেকর্ডপত্রের অভাবে মূল্যবান সম্পত্তি বেহাত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি জটিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। ফলে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় বর্ণিত বিষয়গুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এজন্য সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক স্তরের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসের মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষাবেক্ষণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধান/শিক্ষক/শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

চিঠিতে নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়/অফিসের সব ভূ-সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর যথাযথভাবে হালনাগাদ পরিশোধকরণ। জমির মালিকানার পক্ষে সবপ্রকার দলিলপত্র, পর্চা ও হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা সংগ্রহ ও সংগ্রহ নিশ্চিত করা। সরকারি সম্পত্তি যাতে বেহাত বা বেদখল হতে না পারে সেজন্য জমির যথাযথ সীমানা নির্ধারণ এবং সৃষ্ট তদারকির মাধ্যমে সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। কোনো সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে বা মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হলে বিলম্ব না করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ পূর্বক যথাসময়ে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্কুলের মূল্যবান বৃক্ষরাজি হেফাজতকরণ, প্রয়োজনে নতুন বৃক্ষরোপণ এবং বিদ্যালয়ের মাঠসহ আশপাশের আগাছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে বলা হয়েছে। সবশেষে বলা হয় প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অফিস প্রধানের কারণে কোনো সরকারি সম্পত্তি বেদখল বা বেহাত হওয়ার উপক্রম হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থাগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়।